সূচীপত্র

চারটি সাক্ষাৎকার

মৌলে অজিত গায়েনের মুখোমুখি
গহন গভীর সুন্দরবনে ঢুকছেন সেই এগারো বছর বয়স থেকে। কখনো বৈধ অনুমতি নিয়ে কখনো আবার প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে পেটের দায়ে। দারিদ্র আর বিপদের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে থাকা প্রান্ত সুন্দরবনের অখ্যাত জঙ্গলজীবী অজিত গায়েনের সাক্ষাৎকার। পুথিগত জ্ঞান বা গবেষণার বাঁধাধরা জটিল আবর্তে নয়, সরাসরি সত্যি সুন্দরবনের সত্যি কথা। ০৭

১৩ **আসলে কাজ প্রকৃতির মধ্যে থাকা, উপভোগ করা**
আন্তর্জাতিক খাতি সম্পন্ন ফটোগ্রাফার ধৃতিমান মুখার্জীর সুন্দরবনে ছবি তোলার অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা ভালো ছবি তোলার টিপস্। সঙ্গে ধৃতিমানের লেন্সে সুন্দরবনের ঝলক।

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ, সবচেয়ে সেরা সেই যে গাছ
বহুশ্রুত জনপ্রিয় গানটির উৎস সন্ধানে কথা বলা গীতিকার অমিতাভ চৌধুরী এবং গায়িকা বনশ্রী সেনগুপ্তের সাথে। ২১

২৬ **অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার**
পাঁচদশক ধরে সুন্দরবনকে ঘিরে নিবিড় গবেষণার কাজে আজও অক্লান্ত অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত 'শুধু সুন্দরবন চর্চা'।

আমার জীবন আমার সুন্দরবন
সুন্দরবন এবং তুষার কাঞ্জিলাল আজ প্রায় সমার্থক শব্দ। ঘটনা বহুল জীবনের দিনলিপি। আত্মজীবনীর দশম পর্ব এই সংখ্যায়। ২৯

সুন্দরবনের জার্নাল
কর্মজীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন সুন্দরবনে। অবসরের পরও সুন্দরবনই তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র, অবকাশযাপনের প্রিয় জায়গা। ধারাবাহিক জার্নালের প্রতি পর্বেই চেনা সুন্দরবনের অজানা কথা শোনাচ্ছেন প্রণবেশ স্যান্যাল। ২৩

এছাড়া

সত্যি জলদস্যুর সন্ধানে সুন্দরবনে ঃ রূপক সাহা। ৩১
সুন্দরবনের প্রলয় নাচন ঃ কল্যাণ দে। ৩৪
ইন্দ্রপুর থেকে পাথরপ্রতিমা রাত্রিবেলা কতদূর ঃ অর্ণব মন্ডল। ৩৮
উইলিয়ম কেরীর সুন্দরবনে কয়েকদিন ঃ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০
লুক থু ঃ শ্রুতি ঘোষ। ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

পাঠকের চোখে ০৫
সুন্দরবন ঘটনাপঞ্জি ৪৪

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

পুকুরে রিসাস ম্যাকাক)

সার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃ সুন্দরবনের জানোয়ার - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
সন্দেশ পত্রিকার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় ১৩২০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোরের লেখার পুনঃপ্রকাশ। ২৪

আমরা একটু করে পিছাই, বাঘ একটু করে এগিয়ে আসে বোঝলাম পিছন ফিরলিই মরতি হবে ...

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কালিন্দী, ওপারে বাংলাদেশের ভেটখালির জঙ্গল। তিন নম্বর সামশেরনগর গ্রামে নদীর বাঁধের পাশে সরকারী কলেজের অধ্যাপক উৎপল মন্ডলের বাড়ির উঠোনে ঘরোয়া আড্ডা। শরতের নরম রোদ আর নদীর ওপর থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়া, পাখির ডাক, বাঁধ ধরে জল নিতে যাওয়া সারি সারি মেয়েরা, ইতস্ততঃ চড়ে বেড়ানো গরু-ছাগল-ভেড়া। পাশের পুকুর থেকে খেপলা জালে তুলে আনা ছোট ছোট মাছ, উঠোনের মাঝখান দিয়ে হঠাৎই দুলকি চালে চলে যাওয়া হাঁসের দল - চিরন্তন গ্রাম বাংলার নিখুঁত ছবি। আড্ডার মধ্যমণি মৌলে অজিত গায়েন, কারণ যে জঙ্গলের কথা শুনতে যাওয়া সেই গভীর গহন সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি এই শীর্ণ লম্বা মানুষটিরই। আড্ডায় রইলেন মৎস্যজীবী তরুন গায়েন, বনবিবির পালাকার সুপদ মন্ডল, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ মন্ডল, ভেড়িতে মাছ চাষ করা গৌরপদ মন্ডল, উৎপল বাবুর বৃদ্ধ বাবা প্রফুল্লচন্দ্র মন্ডল, ভাই অশোক মন্ডল, উৎপল বাবু নিজে এবং প্রায় নীরবে থাকা 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী।

চিরাচরিত সাক্ষাৎকারের ঢঙে নয় - টুকরো কথায় উঠে আসা গহন সুন্দরবন এবং সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামের মানুষের জীবন যাপনের খন্ডচিত্র আমাদের পত্রিকার পাঠকদের জন্য।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার ধৃতিমান মুখার্জীর মুখোমুখি

আসল কাজ প্রকৃতির মধ্যে থাকা, উপভোগ করা

পদার্থবিদ্যার স্নাতক, ইকোলজি ও পরিবেশ বিদ্যায় এম.এস.সি, তুখোড় পর্বতারোহী, দক্ষ রক ক্লাইম্বার ধৃতিমান মুখার্জীর প্রথম পরিচয় তিনি এই সময়ের একজন সেরা ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার, দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়েছে তাঁর খ্যাতি। কখনও অসমের অখ্যাত মাগুরি ওয়েটল্যান্ডের হিমশীতল জলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে তুলে আনছেন Falcated Duck-এর চলা ফেরা আবার কখনও হিমালয়ের দূর্গম পাহাড়ী পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেখাচ্ছেন Snow Leopard বা Himalayan Brown Bear-এর দিনলিপি। ইস্পাতের স্নায়ু, অসীম ধৈর্য, কাজের প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠা ধৃতিমানকে অতি অল্পবয়সেই সাফল্যের শিখরে নিয়ে গেছে। বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্প্রতি পেয়েছেন Carl Zeiss Wildlife Conservation Award। বহু নামী-দামী, দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বইতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছবি। বন্যপ্রাণ বিষয়ক নতুন সাড়া জাগানো পত্রিকা Seavus-এর সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত আছেন। ভারতের বেশিরভাগ জাতীয় উদ্যানে ছবি তোলার সাথে আছে বিদেশের মাটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতাও। বেশি পছন্দ করেন সেইসব প্রাণিদের ছবি তুলতে যাদের ছবি আজও ভালোভাবে তোলা হয় নি। ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন মানুষ শুধুমাত্র ফটো তুলে জীবিকা নির্বাহ করেন ধৃতিমান তাদের একজন। বছরের মাত্র ৮০/৮২ দিন বাড়িতে থাকেন। বাকী সময়টা কাটে ফিল্ডে বা পাহাড়ে-জঙ্গলে। এই সামান্য কয়েকদিনের ছুটির এক দুপুরে আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে শুভদীপ অধিকারী মুখোমুখি হলেন ধৃতিমানের। উঠে এল ধৃতিমানের অন্যতম পছন্দের জঙ্গল সুন্দরবনের নানা কথা। সঙ্গে উপরি পাওনা উঠতি ফটোগ্রাফারদের জন্য মূল্যবান টিপস্ আর ধৃতিমানের অকপট, সরল কিন্তু আত্মবিশ্বাসী জীবনবোধের কথা। — সম্পাদক।

ছবি ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ, সবচেয়ে সেরা সেই যে গাছ .....

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ .... গানটি সাতের দশকের প্রথম দিকে বনশ্রী সেনগুপ্তের কণ্ঠে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও গানটি শুনলে অদ্ভুত এক ভালোলাগা আমাদের আচ্ছন্ন করে। গানটির পিছনে লুকিয়ে থাকা গল্পের সন্ধানে কথা বলেছিলাম গীতিকার অমিতাভ চৌধুরী এবং গায়িকা বনশ্রী সেনগুপ্তের সাথে। একান্ত আলাপচারিতায় উঠে এল জানা অজানা নানা প্রসঙ্গ।

১৯৫৪ সালের কথা অমিতাভ চৌধুরী তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, সেই সময় কেনিয়া থেকে টমাস ওকেলো নামে এক বিদেশী পড়াশোনা করতে আসেন। অমিতাভ আর ওকেলো ছিলেন রুমমেট। সে সময় প্রায়ই ওকেলোর মুখে একটি ইংরাজি গান শুনতেন যার কথা এরকম There was a tree/ All in the wood/ The prettiest tree/ That you ever did see....শুনতে শুনতে তাঁর মাথায় আসে এমন একটা গান (ছড়া) তো বাংলাতেও লেখা যায়, যেমন ভাবা তেমনি কাজ অসাধারণ এই ছড়াকারের হাতে জন্ম হয় সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ/সবচেয়ে সেরা সেই যে গাছ....

অমিতাভ চৌধুরী জানালেন ছড়াটি সম্ভবত আনন্দমেলার কোন একটি পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাতের দশকের শুরুতে যখন এইচ.এম.ভি-র দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক তাঁকে একটি নতুন গান লেখার অনুরোধ করেন তখন তিনি জানান একটি গান লেখা আছে। গানটি এইচ.এম.ভি-র পছন্দ হয়।

বনশ্রী সেনগুপ্তের কাছে গানটির ইতিহাস জানতে চাওয়াতে স্মৃতির সরণী ধরে গেলেন একটু পিছিয়ে। সেটা ১৯৬০/৬১ সালের কথা, চুঁচুড়া শহরের একটি গানের অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ হিসাবে কলকাতা থেকে যে শিল্পীর আসার কথা ছিল তিনি এসে পৌঁছান বনশ্রীর ভজন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই। ফলে শ্রোতারা উঠে দাঁড়ান। নবীন শিল্পী বনশ্রী ভেবে নেন তাঁর গান শুনে ভালো না লাগার কারণেই বোধ হয় শ্রোতারা উঠে দাঁড়িয়েছেন, তিনি সাজঘরে ফিরে কেঁদে ফেলেন। এই সময় একজন 'খুব ফর্সা সাহেব' এসে বনশ্রীকে বাংলায় বলেন তুমি মন খারাপ ক'রো না তোমার এই চোখের জলের দাম তুমি দর্শকদের কাছ থেকেই ফিরে পাবে।

ঘটনার প্রায় বছর দশেক পরে ১৯৭২-৭৩ সাল। সেদিনের ছোট্ট বনশ্রী রায় এখন বিয়ের পর বনশ্রী সেনগুপ্ত। প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে কলকাতায় পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সেই সময় এইচ.এম.ভি থেকে দুর্গা পুজো এবং সরস্বতী পুজোতে দুবার নতুন গানের রেকর্ড বের হতো। সে বছর 'বসন্ত বন্দনা'য় যেসব রেকর্ড বের হবে তার জন্য নির্বাচিত হল অমিতাভ চৌধুরীর সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ গানটি। সুরকার হিসাবে দায়িত্বে রইলেন সেই খুব ফর্সা 'বাঙালী' সাহেব। তিনি গানটি গাওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন চুঁচুড়ার অনুষ্ঠানে দেখা সেই কিশোরী শিল্পীকে,

সাক্ষাতে জানালেন আজও তাঁর সেই অনুষ্ঠানের পর বনশ্রীর কান্নার কথা মনে আছে, অসাধারণ একটি ছড়া এই 'বাঙালী' সাহেবের জাদু সুরে প্রাণ পেল বনশ্রীর গলায়। পাঠক নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছেন এই সুরকার স্বনামধন্য ভি. বালসারা। 'বসন্ত বন্দনা'তে প্রকাশিত সেই রেকর্ডের অন্য পাশে ছিল অনুপ ঘোষালের গাওয়া 'ভূষন্ডীর মাঠে'।

অমিতাভ চৌধুরী'র কথায় যখন তিনি গানটি লিখেছিলেন তখনও তাঁর সুন্দরবন দেখা হয় নি। এ যেন সেই 'চাঁদের পাহাড়' এর মত। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার সুন্দরবন গেছেন। জানালেন পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছেন কিন্তু সুন্দরবনের মতো জায়গা পৃথিবীতে একটাও নেই। সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ গানটির জনপ্রিয়তার পিছনে তাঁর লেখার মত ভি.বালসারার সুর এবং অব্যশই বনশ্রী সেনগুপ্তর সুরেলা কণ্ঠেরও অবদান আছে জানাতে ভুললেন না। বললেন আজও এই গানের জন্য এইচ.এম.ভি-র কাছ থেকে রয়্যালটি পান।

পাঠকদের জন্য অমিতাভ চৌধুরীর লেখা ছড়াটি এবং প্রচলিত ইংরাজি ছড়াটি (নার্সারী রাইম) প্রকাশ করা হল। বনশ্রী সেনগুপ্তের কণ্ঠে অসাধারণ গানটি যদি কেউ এখনও না শুনে থাকেন তবে এইচ.এম.ভি-র 'আজ বিকেলের ডাকে' অ্যালবাম থেকে শুনে নিতে পারেন। যদিও বাংলা ও ইংরাজি গানটির সুরের পার্থক্য অনেকটাই তবুও আগ্রহীরা ইংরাজি গানটি শুনতে লগ অন করতে পারেন ইউ টিউবে।

সাক্ষাৎকার ঃ শুভদীপ অধিকারী ও জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী।

লুক থ্রু

শ্রুতি ঘোষ ঃ প্রতিশ্রুতিবান ফটোগ্রাফার। বন ও বন্যপ্রাণকে ভালোবাসার টানে বারবার ছুটে যান প্রকৃতির কোলে।

Osprey / অসপ্রে (উৎক্রোশ বা মাছ মৌরল) ***Pandion haliaetus***